উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৬৫ ❖ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
২০ মে ২০১৭

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

খুলনায় 'নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৬'

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নারীনেত্রীদের অঙ্গীকার গ্রহণ

নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নীতি-নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিগত দু বছর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে সেখানে গড়ে উঠেছে একদল স্বেচ্ছাব্রতী নারীনেত্রী, যারা নিজেদের বিকশিত ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন বন্ধ করা-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত রয়েছেন।

৭ জানুয়ারি ২০১৭, খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে উক্ত নারীনেত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৭। 'পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন অব উইমেন ফর ইকুয়াল রাইটস্' (পাওয়ার) প্রকল্পের সহায়তায় সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'নারীর অংশগ্রহণ, সমতা ও উন্নয়ন'।

জাতীয় সঙ্গীত এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে নারীনেত্রীদের সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে পাঁচ শতাধিক নারীনেত্রী নিজ নিজ এলাকায় নারীদের জীবনমানের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সফলতাসমূহ উদ্‌যাপন করেন, সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং তারা একইসঙ্গে ভবিষ্যত কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নার্গিস ফাতেমা জামিন, মহিলা পরিষদ-এর জেলা সভাপতি রসু আক্তার, ডুমুরিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সুরাইয়া পারভীন এবং সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক খুলনা মহানগর কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মো. লোকমান হাকীম প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খুলনা জর্জ কোর্টের অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট আনোয়ারা আন্না। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বাগেরহাট উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও নারীনেত্রী অ্যাডভোকেট পারভীন আহমেদ।

জেলা প্রশাসক নাজমুল আহসান তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আজকের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নারীরা ক্ষমতায়িত হয়েছেন বলে আমি মনে করি। আশা করি, আপনারা তৃণমূলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাল্যবিবাহ-সহ অন্যান্য কুসংস্কার বন্ধে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। আমি মনে করি, একজন পুরুষ যা করতে পারে একজন নারীও সে কাজ করতে পারে।' তাই নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদেরকে যোগ্য ও কর্মক্ষম হতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আপনারা নারীনেত্রীরা আপনাদের ও সমাজের অন্য নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করে চলেছেন তার জন্য আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাই।' তিনি বলেন, 'নারী-পুরুষ সমান্তরালে না এগুলে সমাজ এগুবে না। এজন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন, প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও আত্মবিশ্বাস। আশা করি, আপনারা আপনাদের যোগ্যতা ও সাহস দিয়ে আপনাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে এবং সমাজকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।'

চিত্র: সম্মেলনে উপস্থিত নারীনেত্রীদের একাংশ

আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের পর ১১ জন নারীনেত্রী তাদের নিজেদের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো ও নিজ ইউনিয়নে নারীনেত্রীদের অর্জিত সফলতাগুলো তুলে ধরেন। ১১ জন নারীনেত্রী হলেন– ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের স্বপ্না গাইন, গুটুদিয়া ইউনিয়নের অর্চনা ফৌজদার, রুদাঘরা ইউনিয়নের সাবিনা ইয়াসমিন, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের নাসরিন বেগম, শোভনা ইউনিয়নের আকলিয়া বেগম, আটলিয়া ইউনিয়নের শিখা বসাক, শরাফপুর ইউনিয়নের ঝর্ণা বেগম, সাহস ইউনিয়নের নার্গিস হোসেন, ফকিরহাটের লখপুর ইউনিয়নের আয়েশা আক্তার, বাগেরহাটের লীণা রাণী এবং বটিয়াঘাটা উপজেলার লাকী আক্তার।

নারীনেত্রীগণ তাদের বক্তব্যে চার দেয়ালের বাইরে এসে নানা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়া, স্থায়ী কমিটি-সহ ইউপির বিভিন্ন কমিটিতে স্থান করে নেয়া, উপজেলা প্রশাসনের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা ও অ্যাডভোকেসি করা, নিজেদেরকে নারী না ভেবে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা, নিজেদেরকে আয়বৃদ্ধি কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে নিজেদের সাহসী ও কৌশলী ভূমিকা তুলে ধরেন।

নারীনেত্রীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিগণ বক্তব্য দেন। তাঁরা তৃণমূলে নারীনেত্রীদের সংগঠন করে তাদের প্রশিক্ষিত ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এ প্রশংসা করেন।

আলোচনা পর্ব ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে মহিলা পরিষদের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট রসু আক্তার নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৬-এর ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন। স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল পর্যায়ের নারীনেত্রীদের ক্ষমতায়িত করার সুদৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে এবং নীতি-নির্ধারণে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার গ্রহণ করে উপস্থিত নারীনেত্রীগণ উক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

কুমিল্লা অঞ্চল

লাকসামের উত্তরদা ইউনিয়নে

'নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনদের প্রত্যাশা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জিল্লুর রহমান ❐ ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের প্রত্যাশা' শীর্ষক এক মতবিনিময়। ২২ জানুয়ারি ২০১৭, ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব হারুন অর রশিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা ও গণশিক্ষা আন্দোলনের সংগঠক তাজিমা হোসেন মজুমদার।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী, পেশাদার এবং কার্যকর করা জরুরি। কারণ প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচিত স্থানীয় নেতৃত্ব হিসেবে জনগণের প্রাপ্য সম্পদ, সেবা ও অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারে।'

উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনারা জনগণের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করা, তাদের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো এবং কাঙ্ক্ষিত গণ-জাগরণ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। এজন্য আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, যাতে আপনারা স্থানীয় জনগণকে সচেতন, সংগঠিত ও সক্রিয় করতে পারেন।'

সভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণ এবং নিজ নিজ ইউনিয়নের উন্নয়নে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা ও আশার কথা তুলে ধরেন আজগরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমীন, হেসাখাল ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান মো. জালাল আহমেদ, উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব হারুন অর রশিদ, ঝলম দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মফিজুল ইসলাম, মৈশাতুয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. বিল্লাল হোসেন এবং আজগরা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মোবারক আলী প্রমুখ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে বিভিন্ন প্রত্যাশা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উত্তরদা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইদ্রিস মিয়া, উত্তরদা উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি মো. শাহাদত হোসেন, সাপ্তাহিক 'আমাদের অধিকার' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শাহীন, আজগরা হাজী আলতাপ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোকবুল আহমেদ শাহী এবং সিলইন ফাজিল মাদরাসার সহকারী সুপার ফরিদ উদ্দিন মজুমদার প্রমুখ।

সফলতার গল্প

জাহানারা এখন স্বচ্ছল

জাহানারা এখন আর অসহায় নন। নিজ আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে নিজের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করেছেন। এক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ।

জাহানারা কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার মৈশাতুয়া ইউনিয়নের বশৈয়া গ্রামের বাসিন্দা। অভাবের কারণে চার সন্তান এবং দিনমজুর স্বামীকে নিয়ে তার সংসারে প্রতিনিয়ত ছিল অনিশ্চয়তা। পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং সন্তানদের লেখাপড়া প্রায়শই থমকে যেত। ২০১৩ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১১৭তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। একই বছর তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত একটি সেলাই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। কিন্তু একটি সেলাই মেশিন কেনার মত টাকা ছিল না জাহানারার কাছে। তাই হাতে সেলাই করেই নিজের এবং সন্তানদের পোশাক তৈরি করতেন। পরবর্তীতে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে একটি সেলাই মেশিন পান। সেলাই মেশিন পাওয়ার পর জাহানারা নিজ বাড়িতে একটি দর্জির দোকান দেন। বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করে তিনি অনেকটাই স্বচ্ছল।

সফলতার গল্প

সুমনের দিনবদলের গল্প

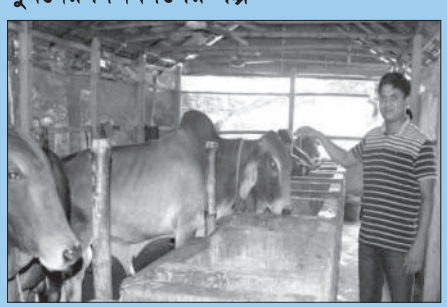

নবাব ফয়জুন্নেছার জন্মভিটা খ্যাত কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলা। উজ্জীবক জাকির হোসেন সুমন-এর এই উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের নাওটি গ্রামের বাসিন্দা। এসএসসি পাশ করার পর তার লেখাপড়া আর এগোয়নি। বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা আর খেলাধুলা এসব করেই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। ২০১০ সালে সুমন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের মূল স্লোগান 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– তার মনোজগতকে দারুণভাবে ধাক্কা দেয়। প্রশিক্ষণ থেকে সুমন বুঝতে পারেন যে, তার নিজের জীবনের পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজের মানুষের জন্য অনেক কিছু করার আছে। এমন অনুধাবন থেকে প্রথমে তিনি নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার পরিকল্পনা নেন। সুমন নিজ বাড়ির একটি মজা পুকুর পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষ শুরু করেন। এর পাশাপাশি তিনি ২০১৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত গরু মোটা-তাজাকরণ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনটি গরু পালন করা শুরু করেন। গরুগুলোকে তিনি নিজ হাতে পরিচর্যা করতে থাকেন এবং কোরবানির ঈদের সময় বিক্রয় করে ভালই লাভ করেন। ২০১৬ সালে সুমন মোট ছয়টি গরু মোটাতাজা করে দুই লাখ টাকা মুনাফা করেন। শুধু তাই নয়, গরুর গোবর দিয়ে তৈরি করেছেন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, যা থেকে তার পরিবারের রান্নার জ্বালানির চাহিদা মিটে যায়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাকির হোসেন সুমন এখন স্বচ্ছল, অন্যদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ।

বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায়

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

মো. মহিদুল ইসলাম জামাল ❐ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় উপজেলার চারটি ইউনিয়নের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় নাগরিক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিভিন্ন স্বেচ্ছাব্রতীগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার জন্য প্রথমত প্রয়োজন, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, জনগণ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ – এই চার শক্তির সমন্বিত উদ্যোগ। এগুলো হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায়, যাতে এগুলো স্থায়িত্বশীল হয়। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী, যারা সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার জন্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে।'

উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা, মাদক ও সন্ত্রাসের বিস্তার রোধ, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা-সহ জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল-৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শেখ মো. টিপু সুলতান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপক কুমার রায়, সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বকারী মেহের আফরোজ মিতা প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটির সভাপতি সাইদুর রহমান।

সফলতার গল্প

রিনা বিশ্বাস আর অসহায় নন

সাইফুল ইসলাম ❐

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস আর পরিশ্রম দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন নারীনেত্রী রিনা বিশ্বাস। তিনি মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার নবগ্রামের বাসিন্দা। দরিদ্র পিতার সন্তান হওয়ায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে (১৯৯৯) তার বিয়ে হয়ে যায়। একে একে দু সন্তানের জননী হন তিনি। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই তার দিন কাটতে থাকে। রিনা বিশ্বাস ২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সাইফুল ইসলাম-এর সাথে পরিচিত হন। সাইফুল ইসলাম-এর আমন্ত্রণে তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৫৪তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পরিকল্পনা নেন। তিনি স্থানীয় একটি সংস্থার সহযোগিতায় ফিতা তৈরির কাজ করা শুরু করেন। এই কাজ করে বর্তমানে তিনি প্রতিমাসে গড়ে তিন হাজার টাকা আয় করেন। তার পরিবারে এসেছে স্বচ্ছলতা।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

জারইতলা ইউনিয়ন পরিষদের
স্ব-প্রণোদিত জবাবদিহিতা চর্চার বিরল দৃষ্টান্ত

কিশোরগঞ্জ জেলার হাওরবেষ্টিত নিকলী উপজেলার জারইতলা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় 'জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু ইউনিয়ন পরিষদের একার পক্ষে স্থানীয় জনগণের সব ধরনের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, এজন্য দরকার পরিষদের সাথে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা। তাই প্রশিক্ষণ চলাকালীন তারা অঙ্গীকার করেন যে, ইউনিয়নের সকল কর্মকাণ্ডই তারা স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ সদস্যরা ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং পরিষদের সকল কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিটিজেন কমিটির সদস্যদের পরামর্শ নেন। এক পর্যায়ে পরিষদের সদস্যগণ অঙ্গীকার করেন যে, যেহেতু সিটিজেন কমিটি মূলত নিজ নিজ ওয়ার্ডের সচেতন ও সংগঠিত জনগণ নিয়ে গঠিত– তাই এখন থেকে ইউনিয়ন পরিষদে যেসব সরকারি বরাদ্দ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আসবে তা ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হবে। এরপর থেকে পরিষদের সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিতভাবে পরিষদে কী বরাদ্দ আসল এবং কোন কোন প্রকল্প কীভাবে কত টাকার মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা অবহিত করে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দে নিশ্চিত হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির সদস্যগণ অনেকেই বিষয়টিতে রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, বাস্তবে এমনটা হতে পারে তা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। কিন্তু 'জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বিকাশ' প্রশিক্ষণই পরিষদের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

একটি সেলাই প্রশিক্ষণ এবং গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে উঠা 'স্বপ্ননীল' সংগঠন

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ওয়ার্ড অ্যাকশন টিমের চাহিদার ভিত্তিতে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বয়ড়া ইউনিয়নে একটি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের পরিচালনায় ০৫ অক্টোবর ১৬ থেকে পরবর্তী এক মাসব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের পর অংশগ্রহণকারী ৩৬ জন নারী সেলাইয়ের কাজ করে পরিবারে আয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এর পাশাপাশি আরও বেশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তারা একটি সমিতি গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। এরপর 'স্বপ্ননীল গণগবেষণা সমিতি' নামে সমিতি গড়ে তোলা হয় এবং গোপন ভোটের মাধ্যমে সমিতির কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সমিতির সদস্যরা প্রতিমাসে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করবেন। সমিতির সদস্যদের বিশ্বাস, সমিতির সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে, যেখান থেকে তারা সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হতে পারবেন।

ক্রিকেট খেলায় মুখরিত ফলদা শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

উচ্চস্বরে 'আ-উ-ট', 'দৌ-ড় দে', 'দৌ-ড়-দে' ইত্যাদি শব্দ আর মেয়েদের কল-কাললিতে মুখরিত ফলদা শরিফুন নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ১০ জানুয়ারি ২০১৭ প্রধান শিক্ষক সন্তোষ দত্ত-এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রিকেট ম্যাচ। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইনে'র উদ্যোগে গড়ে ওঠা ইয়ুথ ইউনিটের দাবি মেনে প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রিকেট খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম কিনে দেন। এরপর থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি চলছে ক্রিকেট খেলা। ছাত্রীরা ইয়ুথ ইউনিটের সমন্বয়কারী সাবিকুন নাহার-এর নেতৃত্বে লাল এবং নবম শ্রেণির শান্তার নেতৃত্বে সবুজ দল– এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে ক্রিকেট খেলে। বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা।

কমিউনিটি ক্লিনিক সক্রিয়করণে ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির উদ্যোগ

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার বরিবাড়ি ইউনিয়নটি হাওর অধ্যুষিত একটি অতি প্রত্যন্ত জনপথ। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার দূরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম পাঁচকাহনিয়া। অশিক্ষা, দুর্বল ও ভঙ্গুর স্যানিটেশন সেবা কাঠামো এবং নাজুক যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি এখানকার অতি চেনা সমস্যা । তবে এরচেয়েও ভয়াবহ সমস্যার নাম স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়া। শিশুদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া এবং মায়েদের প্রসবজনিত সমস্যা দেখা দিলে সঠিক ও সময়মতো চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায় না। যে কারণে অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যায়ও কোনো চিকিৎসা পাওয়া দুষ্কর। চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র বলতে একটিমাত্র কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে এখানে। কিন্তু এই ক্লিনিকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সময়মতো চিকিৎসা কর্মীদের না পাওয়া।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, এই ক্লিনিকটিতে প্রতিদিন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কোনো না কোনো কর্মীর অবশ্যই উপস্থিত থাকার কথা। এরমধ্যে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সরবরাহকারীর সপ্তাহে ছয়দিনই উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ সময়ই এটি বন্ধ থাকে।

এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে গড়ে উঠা ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটি। রূপ নাহার ও মাঈন উদ্দিনের নেতৃত্বে এই কমিটি একদিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে বিষয়টি অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করে। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্লিনিকটির দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সরবরাহকারী (ঈ.ঐ.ঈ.চ) প্রতিদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সিটিজেন কমিটির দাবির প্রেক্ষিতে ক্লিনিক থেকে যে পরিমাণ ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকাও কেন্দ্রের বাইরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। এভাবে ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির উদ্যোগের ফলে জনগণ এখন কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।

রাজশাহী অঞ্চল

রাজশাহীতে বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ

'জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আদর্শ ইউনিয়ন গড়া সম্ভব'

সুব্রত কুমার পাল ❐ 'একটি ইউনিয়নের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নত করার জন্য স্থানীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। আর এর মাধ্যমেই ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন করতে সক্ষম হবো।' গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে উপস্থিত হয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার মহাপরিচালক প্রকৌশলী মো. আব্দুল মতিন। রাজশাহী জেলার মৌগাছি, বাকশিমইল ও জাহানাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব-সহ মোট ৩৮ জনের অংশগ্রহণে উক্ত প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে শক্তিশালী ও কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ গড়ার বিভিন্ন কৌশল, আইন ও বিধি বিশেষ করে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯' মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নাগরিক সেবা ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার তুহিন আফসারী, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো.জাকারুল ইসলাম এবং এলাকা সমন্বয়কারী মো.আসির উদ্দিন ও সুব্রত কুমার পাল।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে কন্যাশিশুদের মুক্ত রাখতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা। এই লক্ষ্যে ১১ মার্চ ২০১৭, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার সরদহ ইউনিয়নে এক ব্যাতিক্রমী সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সরদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. হাসানুজ্জামান মধু-এর উপস্থিতিতে সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করেন চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম।

র‍্যালি পূর্ব সমাবেশে মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য বাল্যবিবাহ বন্ধ করা খুবই জরুরি। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক, মসজিদের ইমাম ও সাংবাদিকদের একযোগে কাজ করতে হবে। আমি মনে করি, যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে পারলে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হবে।'

অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন চারঘাট থানা অফিসার ইনচার্জ নিবারণ চন্দ্র বর্মণ, খোর্দ্দগোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রশিদুল হাসান এবং সরদহের ঝিকরা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল বারী প্রমুখ। র‍্যালিটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত রাখা হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত সকলে বাল্যবিবাহকে 'না' এবং লাল কার্ড দেখানোর অঙ্গীকার করেন।

রংপুর অঞ্চল

সফলতার গল্প

মোকতারা বেগম এখন ইউপি সদস্য

শাহ আলম ❐ একজন সাধারণ নারী ছিলেন মোকতারা বেগম। সময়ের ধারাবাহিকতায় তিনি এখন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, তৃণমূলের আলোকিত একজন নারী। মোকতারা রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা। তার জীবন বদলে দেয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১২৬তম ব্যাচ)। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বৃদ্ধি করে, তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করে।

প্রশিক্ষণের পর মোকতারা লক্ষ করেন, তার এলাকার বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া,

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, শিশুদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এসব বিষয়গুলোতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠক আয়োজন করেন। মোকতারা বেগম ইতিমধ্যে তিনটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করার কারণে সমাজে তার পরিচিতি বেড়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনে তিনি মর্ণেয়া ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত (১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড) সদস্য পদে প্রার্থী হন এবং নির্বাচিত হন। ইউপি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর মোকতারা বেগম-এর কাজের পরিধি বেড়ে যায়। তিনি এখন ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অবহেলিত নারী ও শিশুদের উন্নয়নে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

সফলতার গল্প

সাবলম্বী হয়ে উঠছেন সাহসী উজ্জীবক গৌতম রায়

রামচন্দ্র কর্মকার ❐ ছোটবেলা থেকেই অভাব-অনটন দেখেই বড় হয়েছেন গৌতম রায়। স্বচ্ছলতা কী জিনিস তা বোঝা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সাহস হারাননি তিনি। অভাব-অনটনের মধ্যেই এসএসসি পাসের করেন গৌতম রায়। এরপর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। একপর্যায়ে তার বাবা দীনোনাথ এবং মা মনিকা বালা তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকায় হতাশ হয়ে পড়েন গৌতম। ২০১৫ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি হতাশা কাটিয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তিনি প্রথমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উপায় খুঁজতে থাকেন। চন্দনেরহাট বাজারে একটি সার ও কীটনাশকের দোকান দেন। ব্যবসা চলবে কিনা এই দ্বিধা কাটিয়ে তিনি সাহসের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। বর্তমানে দোকান থেকে তার ভালই আয় হয়। দোকানের আয় দিয়ে তিনি পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করেন। এভাবে নিজ আত্মশক্তি ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে স্বচ্ছল হয়ে উঠছেন রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নের এই উজ্জীবক।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

ঝিনাইদহ অঞ্চলের ৮১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

আবু সাইদ ❐ কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় গঠন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিভাবকদের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহ অঞ্চলের মোট ৮১টি বিদ্যালয়ে 'অভিভাবক সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'কন্যাশিশু নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কর্মসূচির আওতায় উক্ত সমাবেশগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এসকল সমাবেশে প্রতিটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা শিক্ষার মানোন্নয়ন, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় গঠন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

সমাবেশে বলা হয়, 'একজন শিক্ষার্থীর জন্য তার পরিবারই সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মা শিক্ষিত হলে সন্তান শিক্ষিত হয়, শিক্ষিত হয় গোটা জাতি। মূলত একজন শিশু তার পরিবার থেকেই মৌলিক শিক্ষার হাতেখড়ি পায়। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, শিশুর শিক্ষার মান নিশ্চিতকল্পে অভিভাবকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আর সেটি যদি কন্যাশিশুর বেলায় ঘটে তাহলে আমরা যে নারী শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলে থাকি, সে উন্নয়ন সত্যিই সম্ভব।'

সফলতার গল্প

রাজিয়া বেগমের বদলে যাওয়া

তিনি কখনো চিন্তাই করতে পারেননি যে, তার মাধ্যমে নারীরা সংগঠিত হয়ে বড় একটি পরিবর্তনের সূচনা করতে পারবে। এমন অসম্ভবকে চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত সহায়তা করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গণগবেষণা সহায়ক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি নারীদের সংগঠিত করেছেন, সমিতির মাধ্যমে পরিচালনা করছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম। বলছি গবেষণা সহায়ক রাজিয়া বেগম-এর কথা। তিনি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা।

বিভিন্ন কাজের ফাঁকে একদিন তার পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী অমর রায়-এর সাথে। অমর রায়-এর কাছ থেকে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন। তার আমন্ত্রণে রাজিয়া বেগম ২০১২ সালে যশোর আর.আর.এফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গণগবেষণা সহায়ক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি জানতে পারেন সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে নিজের ও সমাজের পরিবর্তন সম্ভব।

বিপুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি প্রশিক্ষণ থেকে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামের নারীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের সংগঠিত করে 'পদ্মফুল গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথমদিকে সমিতির দশজন সদস্য প্রতিমাসে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকে। সমিতির কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য নারীরাও সমিতির সাথে যুক্ত হন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩ জন, সঞ্চয়ের পরিমাণ এক লাখ একত্রিশ হাজার দশ টাকা।

সমিতির মাসিক সভায় সদস্যরা সমিতির উন্নয়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সদস্যরা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ ছাড়াও রাজিয়া-এর নেতৃত্বে সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

রাজিয়া বেগম তার গ্রামে 'লতা গণগবেষণা সমিতি' নামে আরেকটি সমিতি গড়ে তুলেছেন, যার সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। রাজিয়া মনে করেন, নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা গেলে এবং সামাজিকভাবে সংগঠিত করা গেলে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে এবং বন্ধ হবে তাদের প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন।

সফলতার গল্প

রুনা লায়লার বদলে যাওয়া...

একটি প্রশিক্ষণই বদলে দিয়েছে রুনা লায়লার জীবন। অসহায়ত্ব কাটিয়ে তিনি এখন স্বাবলম্বী। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধে উজ্জীবিত হয়ে পরিচালনা করছেন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। রুনা লায়লা মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোমরদাহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে (১৭২তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহ যোগায়। পরবর্তীতে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি ৪ হাজার ৫০০ টাকায় একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দর্জির কাজ করে রুনা এখন স্বাবলম্বী। তিনি একাজ করে প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করেন। কাপড় সেলাইয়ের পাশাপাশি রুনা উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

নিজের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেই রুনা বসে নেই। নারীনেত্রী হিসেবে তিনি নিজ এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন।

রুনা তার গ্রামের ১৬ জন নারীকে নিয়ে 'প্রত্যাশা গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়ে তুলেছেন। প্রত্যেক সদস্য প্রতিমাসে ৩০ টাকা করে সমিতিতে সঞ্চয় করেন। এই সঞ্চয়ের টাকা থেকে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে অনেক সদস্যই স্বাবলম্বিতা অর্জনের পথে রয়েছেন।

নেতৃত্বের গুণাবলী আর দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রুনা লায়লা এখন একজন সফল নারী। তিনি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম গাংনী উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

খুলনা অঞ্চল

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায়

'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন: স্থানীয় প্রেক্ষিত' শীর্ষক গোলটেবিল

মো. আসলাম খান ❐ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা, অসাম্য বিলোপ এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাংলাদেশ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই আলোকে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার প্রণয়ন করে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'।

০৮ জানুয়ারি ২০১৭, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন: স্থানীয় প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক। উপজেলা পরিষদের শহীদ জোবায়েদ আলী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। এছাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. খান আলী মুনসুর, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শিরিনা দৌলাত এবং যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান-সহ উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. মাসুদুর রহমান রন্জু এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম অফিসার মো. আসলাম খান।

ড. বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের নারীরা এখন আগের থেকে অনেক সোচ্চার এবং অধিকার সচেতন। এই অবস্থায় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি যথাযথভাবে কার্যকর হলে নারীরা আরও বেশি এগিয়ে যাবে। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদেরকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।' এক্ষেত্রে পুরুষকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আলোচনায় অংশ নেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রেজোয়ান মোল্লা, খান সাকুর উদ্দিন, শেখ আবুল হোসেন, হিমাংশু বিশ্বাস, জয়নাল আবেদীন এবং খুলনা জেলা পরিষদের সদস্য শোভা রাণী। তাঁরা বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ পেয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীরা দক্ষ হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠছেন। তৃণমূলের এই নারীনেত্রীরা ইতিমধ্যে নিজেদের এবং সমাজের অন্যান্যদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।'

উজ্জীবক রুহুল আমিন-এর প্রচেষ্টায়

নিরাপদ পানি পেল পাঁচটি পরিবার

উত্তম কুমার দত্ত ❐ একটি আদর্শ গ্রাম তৈরি করতে একদল মানুষের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। কারণ নাগরিকরা সচেতন ও উদ্যোগী হলে অধিকাংশ স্থানীয় সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হয়। বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বারইখালী ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের উজ্জীবক রুহুল আমিন এমনই একজন সচেতন নাগরিক। তিনি ২০১৪ সালে (১৬-১৯ জুন) উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি আত্মশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি তাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধে উজ্জীবিত করে।

প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশুদের জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন।

রুহুল আমিন লক্ষ করেন, অর্থাভাবে তার গ্রামের অনেক মানুষ নলকূপ স্থাপন করতে পারছে না। ফলে নিরাপদ পানির অভাবে তাদেরকে নানা পানিবাহিত রোগে ভুগতে হয়। বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য তাদেরকে বৃষ্টির পানির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বৃষ্টির পানি ধরে রাখার সামর্থ্যও অনেক গরীব পরিবারের নেই। রুহুল আমিন ভাবতে থাকেন কীভাবে দরিদ্র

পরিবারগুলোকে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যায়। ঠিক এমন সময় তিনি জানতে পারেন, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিসিএএস নামের একটি বেসরকারি সংস্থা কিছু দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে পানির ট্যাংক সরবরাহ করবে। তখন তিনি উক্ত সংস্থা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে তার গ্রামের পাঁচটি পরিবারের জন্য পাঁচটি ট্যাংকের ব্যবস্থা করে দেন, যার প্রতিটির মূল্য প্রায় আট হাজার টাকা। এরফলে বর্তমানে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছেন ঐ পরিবারের সদস্যরা।

সিলেট অঞ্চল

সফলতার গল্প

'আমাদের মেয়েটাও যেন সৈয়দার মত হয়'

কামাল হোসাইন ❐

তিনি শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নেন নাই। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন, যুক্ত হয়েছেন নানা সামাজিক কাজে। বলছি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল ইউনিয়নের নারীনেত্রী সৈয়দা খাতুন-এর কথা। তার মধ্যে অনুপ্রেরণা তৈরি করে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। সৈয়দা খাতুন ২০১৫ সালের ২৪-২৭ জানুয়ারি পৈল ইউনিয়নের ১৮ জন নারীকে নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমার কি নিজ গ্রামের মানুষের জন্য কিছু করা উচিত নয়? মনে মনে ভাবতে থাকেন– কিছু একটা করতেই হবে। সেই থেকেই তিনি নিজ গ্রাম বড়া পৈল-এর নারীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ বিষয়ক উঠান বৈঠক আয়োজন করা শুরু করেন। গর্ভবতী নারীদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া এবং গ্রামের শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া এখন সৈয়দার নিয়মিত কাজ।

এসব কাজ করতে গিয়ে সৈয়দাকে পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনায়। গ্রামের কিছু মানুষ তার বাবা-মাকে বলে যে, মেয়ের কোনো কাজ নেই, খালি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সৈয়দার বাবা-মা এসব কথা কানে নেন না। কারণ তারা জানেন, সৈয়দা ভাল কাজই করছে। তারা সৈয়দাকে সাহস দেন, উৎসাহ যোগান।

গ্রামের মানুষের কল্যাণে আর কী কাজ করা যায়? চিন্তা করেন, গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া দরকার। এমন চিন্তা থেকে সৈয়দা পর্যন্ত নিজের ল্যাপটপ দিয়ে শুরু করেন তিন মাস মেয়াদি ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। তিনি নিজেই এ প্রশিক্ষণ (এপ্রিল-জুন ২০১৬) পরিচালনা করেন। সৈয়দা স্বপ্ন দেখেন, তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া ২৪ জন মেয়ে এবং ৮ জন ছেলে পরবর্তীতে আরও বড় প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের আয়ের পথ তৈরি করবেন।

সৈয়দা খাতুন বর্তমানে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকে চলমান রাখতে চান। সৈয়দা এখন তার গ্রামের গর্ব, অন্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। যে মানুষগুলো একসময় তাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন কথা বলতো তারাই আজ বলেন, 'আমাদের মেয়েটাও যেন সৈয়দার মত হয়'।

সফলতার গল্প

পরিবর্তনের রূপকার নারীনেত্রী লীলা নাগ

বাল্যকাল থেকেই সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে চাইতেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পৈল ইউনিয়নের নারীনেত্রী লীলা নাগ। কিন্তু পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে দশম শ্রেণির পর আর লেখাপড়া করতে পারেননি। ১৯৯২ সালে স্বপন নাগ-এর সাথে তার বিয়ে হয়। সময়ের ব্যবধানে তিনি দু সন্তানের জননী হন। সমাজ উন্নয়নে কাজ করার তার সুপ্ত ইচ্ছা পূরণ করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। লীলা নাগ ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ১৮৪তম ব্যাচে উক্ত প্রশিক্ষণ নেন।

প্রশিক্ষণের পর তিনি আগের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তিনি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ, পুষ্টি এবং বৃক্ষরোপণ বিষয়ক ৩৫টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন, যে বৈঠকগুলোতে ছয় শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। লীলা নাগ ইতিমধ্যে প্রায় ২৫০ জন শিশুর জন্মনিবন্ধন এবং ৩৫ জন নারীকে পার্শ্ববর্তী কমিউনিটি ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। এছাড়া সম্প্রতি তিনি ১৫ বছর বয়সী সুফিয়ার (পিতা: আব্বাস আলী) বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। সুফিয়া বর্তমানে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক কাজ করতে গিয়ে প্রথমদিকে লীলা নাগকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হতো। কিন্তু তিনি তার কাজ দিয়ে কমিউনিটির মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন। লীলা নাগ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। নির্বাচনে পরাজিত হলেও সামাজিক কাজ করা বন্ধ করেননি পরিবর্তনের রূপকার লীলা নাগ। কারণ তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে নিজের কাজ মনে করেন।

সফলতার গল্প

উজ্জীবক শরীফ বক্স এখন সফল ব্যবসায়ী

উন্মুক্ত বিদ্যালয়ে পড়াবস্থায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৭৬৩তম ব্যাচ) অংশ নেন মোহাম্মদ শরীফ বক্স। এই প্রশিক্ষণটি তাকে চার দেয়ালের বাইরে এসে ভাবতে শেখায়। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। শরীফ বক্স বন্ধু-বান্ধব-সহ আশপাশের মানুষদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন, ওয়ার্ড সিটিজেন কমিটির বৈঠক আয়োজন এবং নিরক্ষর মানুষকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস-সহ বিভিন্ন দিবস আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বিএ পাশ করার পর শরীফ বক্স একটি ছোট কাপড়ের দোকান দেন। দোকান দেয়ার পর তাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। তিনি মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তাকে এই কাজে সহায়তা করে। বর্তমানে তিনি তার এলাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বিভিন্ন কাজে সহায়তা চাইতে লোকজন তার কাছে ছুটে আসে।